গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী **নম্বর-২০৩**

জুলাই সনদে এমন কিছু নেই যা আপনি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবেন না
- প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী আলী রীয়াজ

রাজশাহী; (১৭ ফেব্রুয়ারি):

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, জুলাই সনদে মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। একটি জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ এবং সরকারি কর্ম কমিশন স্বাধীন করার কথা বলা হয়েছে। জুলাই সনদে এমন কিছু নেই যা আপনি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবেন না।

আজ (১৭ ফেব্রুয়ারি) সোমবার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণভোট ২০২৬ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এ সভার আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তন চায় সেটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আপনারা। আপনারা যখন ডাক দিয়েছেন দেশের মানুষ তখন রাস্তায় নেমে এসেছে কী কারণে? এসেছে কারণ তারা পরিবর্তন চায়, আপনাদের উপর তারা আস্থা রেখেছে। সে আস্থার জায়গা থেকে আপনারা এখনও বলতে পারেন কোন বাংলাদেশে আপনারা চান? কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী ৩৭ বছরের নিচে। বাংলাদেশের যে ১৩ কোটি ভোটার আছে তার মধ্যে পৌনে ৫ কোটি ভোটারই হচ্ছে ৩৭ বছরের নিচে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ আপনাদের হাতে গড়া। সেই জন্য আমি তরুণদের বলি জুলাই জাতীয় সনদ শুধুমাত্র একটা দলিল নয়, এটা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। কারণ এটা তরুণদের রক্ত দিয়ে তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তরুণরা যাতে জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জীবন যাপন করতে পারে, নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, সুরক্ষিত হয়। সেই লড়াই অব্যাহত আছে। গণভোট হচ্ছে সেই লড়াইয়ের অংশ।

শহিদদের অবদাদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যে বয়সেরই হই না কেন শহিদদের আত্মদানকে যদি আমরা যথার্থ মনে করি, যদি কোন দায় অনুভব করি তবে দুই, তিনজন অথবা পাঁচজনকে আপনি গণভোটের কথা বলুন। গত ৫৫ বছরে বাংলাদেশে যে সুযোগ তৈরি হয়নি সে সুযোগ কাজে লাগানোর এখনই সময়।

তিনি আরও বলেন, জুলাইয়ে যারা আহত হয়েছে তারা অনেকেই স্বাভাবিক জীবনের ফিরে আসতে পারছে না, হয়তো কখনও পারবেনা। তাদের কাছে আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, কোন দায় নেই? যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে রাজি হয়েছিল তাদের জন্য আমাদের কোন দায় থাকবে না এটা হতে পারেনা। আমরা অপেক্ষা করবো সরকার কী বলবে, রাজনীতিবিদ কী বলবে, মঞ্জুরি কমিশন কী বলবে, এনজিও কী বলবে? তার জন্য অপেক্ষা না করে যদি বাংলাদেশের পরিবর্তন চান তাহলে সরকারি ঘোষণার উপর নির্ভর না করে প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে গণভোটের প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করি।

আলী রীয়াজ বলেন, বাংলাদেশে একটি জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা যে সুযোগ পেয়েছি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি কিনা। সেখানে আমি ভূমিকা পালন করতে পারবো কিনা, আমি চাই কি চাই না? ৩০ টি রাজনৈতিক দলের সাথে নয় মাস ধরে বহুবার আলোচনার পরেও গণভোটের প্রয়োজন হচ্ছে কেন? কারণ আমরা সকলে রাজনীতি করি না। সর্বোপরি সংবিধানের সাত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। তাদের সার্বভৌম অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটেছে ২৪ এর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। আমরা আরেকবার সেই অভিপ্রায়ের প্রকাশ দেখতে চাই। যাতে ভবিষ্যতে এগুলো সুরক্ষা করা যায়। সেই সুরক্ষার জন্য, সেই প্রচেষ্টার জন্য আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা আছে।

টেলিফোন : সংবাদকক্ষ : ঢাকা - ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮; চট্টগ্রাম - ০৩১-২৫২১৩৬১; খুলনা - ০৪১-৭২০৭৪৯; রাজশাহী -০২৫৮৮৮৫১৩৩৯
ফ্যাক্স : ঢাকা-৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৫৫৩; চট্টগ্রাম - ৭১০১০২; খুলনা - ৭২০৮৫৩; রাজশাহী - ৭৭২৩৩৯
ই-মেইল : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com; ওয়েবসাইট : www.pressinform.gov.bd

তিনি বলেন, সংসদ নির্বাচনের ব্যালট যেমন সাদা তেমনি গণভোটের ব্যালট গোলাপী কালার। গণভোটের মার্কা হচ্ছে টিক চিহ্ন। যারা শুধুমাত্র মার্কা দিয়ে বুঝতে চায়, তাদের সেটাই বুঝান। এই সুযোগ হেলায় হারানো যাবে না অনেক প্রাণ, অনেক আত্মদান এবং অনেক কিছুর বিনিময়ে আমরা এটি পেয়েছি।

তিনি আরও বলেন, যারা ওই সময় ভূমিকা রেখেছেন তারা ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন আর যারা ওই সময় ভূমিকা রাখতে পারেননি তাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনাদের জন্য আরেকবার সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা। সেই চেষ্টায় সংগ্রামে, যুদ্ধে এবং লড়াইয়ে আপনারা যুক্ত হন।সকলে মিলে চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই পারবো। আমরা একটা ফেসিস্ট সরকারকে সরাতে পেরেছি তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছি ।

মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্খা আছে সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য শুরু করতে যাচ্ছি সকলে যদি সহযোগিতা করেন তাহলে এটা আমরা সাফল্যমন্ডিত করতে পারব। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপউপাচার্য ড. মো. মাঈন উদ্দিন। অন্যান্যেও মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যগণ, ছাত্র প্রতিনিধি, আহত জুলাই যোদ্ধাগণ এবং জুলাই শহিদ সাকিব আনজুম এর পিতা মো. মাইনুল হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুধিজন এবং গণমাধ্যমকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

.....
রুহুল/তৌহিদ/আতিক/আলীম/হালিম/২০২৫/১৬:০০ঘ.